দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..2.7 JUN 2008

পাসের হারে সর্বোচ্চ রেকর্ড

৯ বোর্ডে ৭২.১৮% : জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৫শ' জন

এসএসসি ৭০.৮১
দাখিল ৮২.০৬
ভোকেশনাল ৬২.৮৮

ক রিপোর্টার

শর ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি গ বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল গতকাল (বৃহস্পতিবার) একযোগে প্রকাশ হয়েছে। এ বছর পাসের হার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ৯ বোর্ড মিলিয়ে সর হার ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৩৬ ভাগ। পাসের বৃদ্ধি শতকরা ১৩ দশমিক ৮২ ভাগ। চলতি বছর ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পাসের ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। যা গত বছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ০১ ভাগ বেশী। মাদ্রাসা বোর্ডের নে দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৮২ দশমিক ০৬ ভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৮ ভাগ।

বার্ড মিলিয়ে এবার জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ৫২ হাজার ৫০০ জন। যা গত বছরের চেয়ে হাজার ২৭১ জন বেশী। পাসের হারের বিবেচনায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ৯ বোর্ডে স্থান অর্জন করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বছরের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা ষ্ঠানের সংখ্যাও গত বছরের চেয়ে কমেছে। এ বছর পরীক্ষার্থীর বহিষ্কারের সংখ্যাও হ্রাস য়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৬০ দিনের মাথায় গতকাল বেলা ১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লন কক্ষে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ র্ড চেয়ারম্যানরা ফলাফলের সারাংশ তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন। দেশের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বিকেল ৪টার দিকে ফলাফল ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটেও ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ । মোবাইল ফোনে এসএমএস করেও ফল সংগ্রহ করা যাচ্ছে। প্রকাশিত ফল অনুযায়ী র ৯ বোর্ডে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর

পৃঃ ২ঃ কঃ ৪

একনজরে বিভিন্ন বোর্ডের অবস্থান

বোর্ডের নাম	শিক্ষার্থী	পাসের হার	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত	
			ছাত্র	ছাত্রী
কা	২,১৮,৮৯৭	৭৭.৮১%	১০৫৫০	৮৩৮৬
গ্রাম	৫৫,০০২	৭২.৬২%	২৩১৯	১৯৯৭
মিল্লা	৭৬,৭৭৪	৭৩%	২৩৩২	১৩৪৭
জশাহী	২,০৭,২৫০	৬৪.৮৯%	৫৪৬৬	৩১৯০
শোর	১,০৫,২৯৬	৭১.৪৩%	২৫৯৫	১৪৮৪
লেট	৩১,৭৩৬	৫৩.৮৮%	৩৫৫	২৩৭
রিশাল	৪৮,৬৫৪	৬৮.৭৭%	১০৩৭	৬২২
দ্রাসা বোর্ড	১,৮০,৫৮৫	৮২.০৬%	৮০০৩	২৫২৩
রিগরী শিক্ষা বোর্ড	৮২,৩৭৫	৬২.৮৮%	৩৩	২৪
মোট	[illegible]	৭২.১৮%	[illegible]	[illegible]

পাসের হারে সর্বোচ্চ রেকর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ২৬ হাজার ৫৬৩ জন। ফেল করেছে ২ লাখ ৮০ হাজার ৬ জন। ৯ বোর্ডে পাসের হার ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। গত বছর ছিল ৫৮ দশমিক ৩৬ ভাগ। পাসের গড় বৃদ্ধি হার শতকরা ১৩ দশমিক ৮২ ভাগ। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪৮৯ জন ছাত্র এবং ভাগ ছাত্র এবং ৩ লাখ ৩০ হাজার ৭৪ জন ছাত্রী পাস করেছে।

৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। ফেল করেছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৩ জন। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের শতকরা হার ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। যা গত বছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ০১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৫ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ১৮৬ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ০৬ ভাগ।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৮২ হাজার ৩৭৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫১ হাজার ৮০১ জন। এ বোর্ডে পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৮ ভাগ।

৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৭৭ দশমিক ৮১ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডে ৬৪ দশমিক ৮৯ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৭৩, যশোর বোর্ডে ৭১ দশমিক ৪৩, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭২ দশমিক ৬২, বরিশাল বোর্ডে ৬৮ দশমিক ৭৭ এবং সিলেট বোর্ডে ৫৩ দশমিক ৮৮ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

প্রতিটি বিষয়ে ৮০ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়ে ৯ বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ৫২ হাজার ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। যা গত বছরের চেয়ে ৯ হাজার ২৭১ জন বেশী। সবচেয়ে বেশী জিপিএ-৫ পেয়েছে ঢাকা বোর্ড থেকে ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দাখিলে ১০ হাজার ৫২৬ জন এবং কারিগরি বোর্ড থেকে এসএসসি ভোকেশনালে ৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রী।

এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতভাগ পাস করার গৌরব অর্জন করেছে ২ হাজার ২৭২টি প্রতিষ্ঠান। গত বছর এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৭৪টি। অন্যদিকে একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার কমেছে। মাত্র ২৯টি। যা গতবার ছিল ২৪৮টি। এ বছর নকল প্রবণতাও অনেক কমেছে। হিসাব অনুযায়ী বহিষ্কারের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০৭ জনে। যা গতবার ছিল ৯৮৫ জনে।

এবার দেশের বাইরে গত বছরের ন্যায় ৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ২১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস করেছে ২১৮ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৫ জন পরীক্ষার্থী। পাসের হার ৯৭ দশমিক ২৫ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৯০ শমিক ৮৩ ভাগ।

ল প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষা পদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সাংবাদিকদের ানান, শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি হওয়ায় এ বছর াসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কৌশলগত কারণে পাসের র বৃদ্ধি করা হয়েছে এমন ধারণা ঠিক নয়। তিনি বলেন, ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবং পাসের হার থেকে প্রতীয়মান হয়, ক্রমান্বয়ে পাসের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিভাবকদের নিরলস প্রয়াস, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ, শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবার নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণের এ হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৬০ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করতে পারায় তিনি সব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মেয়ে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ৩৯৫ জন। পাসের হার ৭১ দশমিক ১৩ শতাংশে। এ বোর্ডে মানবিক বিভাগে এ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১ হাজার ৪৩১ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৯ হাজার ৯৩৪ জন। এই বিভাগে পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৫ শতাংশে। মানবিকে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ৮ হাজার ৫১৪ জন ও মেয়ে ১২ হাজার ৯১৭ জন। এর মধ্যে ৪ হাজার ১৮ জন ছেলে ও ৫ হাজার ৯১৬ জন মেয়ে পাস করেছে। পাসের হার যথাক্রমে ৪৭ দশমিক ১৯ ও ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশে।

এ বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ হাজার ৫০২ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ৪৯২ জন। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৬৩ শতাংশে। এই বিভাগে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ১ হাজার ৭৯৬ জন ও মেয়ে ৭০৬ জন। এর মধ্যে ১ হাজার ৮১ জন ছেলে ও ৪১১ জন মেয়ে পাস করেছে। পাসের হার যথাক্রমে ৬০ দশমিক ১৯ শতাংশে ও ৫৮ দশমিক ২২ শতাংশে।

এ বোর্ডের অধীনে মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৫৬৮ জন, মানবিক বিভাগ থেকে ১০ জন ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে ১৪ জন। এর মধ্যে ৩৫৫ জন ছেলে ও ২৩৭ জন মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সবক'টি বিভাগে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে আলাদাভাবেও এগিয়ে রয়েছে ছেলেরা। বিজ্ঞান বিভাগে ৩৩৬ জন ছেলের বিপরীতে ২৩২ জন মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। মানবিক বিভাগে ৬ জন ছেলে ও ৪ জন মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। আর বাণিজ্য বিভাগে ১৩ জন ছেলে ও একজন মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

বরিশাল বোর্ড

নাছিম উল আলম, বরিশাল থেকে : বিগত আট বছরের মধ্যে আশাতীত ভাল ফলাফল করে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ৬৮.৭৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে ৪.৯৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৮ হাজার ৬৫৪ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১ হাজার ৬৫৯ জন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৩৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টিতে পাসের হার শতভাগ। এর মধ্যে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ৯৮ শতাংশ ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর পেছনে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রদের সুশৃঙ্খল জীবনধারা ও শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টাকেই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন কলেজটির প্রিন্সিপাল। তবে এবারও সামগ্রিকভাবে এ শিক্ষা বোর্ডে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ফলাফল কিছুটা খারাপ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ ৮৭.০২ শতাংশ। সর্বনিম্ন মানবিক বিভাগে ৬০.৭২ শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৬৮.৭৭ শতাংশ। এ বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৭০.৯৫ শতাংশ হলেও মেয়েদের ৬৬.৫০ শতাংশ। এবারও ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্রছাত্রীই পাস করেনি।

এ বোর্ডে ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার মধ্যে এবারই ফলাফল আশাতীতভাবে ভাল। এর আগে ২০০৬ সালে ৫৯.৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হলেও গতবছর তা ৫০.৬৭ শতাংশে হ্রাস পায়। এবারের পরীক্ষায় এ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১ হাজার ৬৫৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগেই ১ হাজার ২১৩ জন। মানবিক বিভাগে ১০১ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ৩৪৫ জন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৮ হাজার ৬৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫প্রাপ্ত ১ হাজার ৬৫৯ জন ছাত্রীছাত্রী ছাড়াও ৬ হাজার ৮৬৮ জন জিপিএ ৪-<৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও ৩.৫-<৪ পেয়েছে ৫ হাজার ৯৪৫ জন। ৩-<৩.৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ হাজার ৭৩৮ জন। জিপিএ ২-<৩ পেয়েছে ১০ হাজার ৯৩০ জন। জিপিএ ১-<২ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ হাজার ৩১৮ জন ছাত্রছাত্রী।

এবারও এ শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত ৬টি জেলায়